ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) (সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ)	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) (সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	ভুমি মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-	২	৩৩.৩৩%-৫০.০০%	১	৩৪.৪৬%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ২ টি

০২। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত না হওয়ায় এবং সঠিকভাবে ব্যয় প্রাক্কলণ করতে না পারায় ১টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে না পারা, জমি বন্দোবস্ত প্রদানে বিলম্ব হওয়া ইত্যাদি কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্র: নং:	সমস্যা	সুপারিশ
(১)	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা Feasibility study ব্যতীত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
(২)	DPP/TPPতে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
(৩)	বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা;	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
(৪)	পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া;	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(৫)	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ না থাকা;	ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ রাখতে হবে;
(৬)	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
(৭)	সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না করা;	বছরভিত্তিক পরিচালিত অডিটে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
(৮)	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ) (২য় সংশোধিত) সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৮)

০১। প্রকল্প নাম : চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ) (২য় সংশোধিত)

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জেলা প্রশাসন, নোয়াখলী

০৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

০৪। প্রকল্পের এলাকা : নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলা

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত সময়ের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৩০.০০ (জিওবি+প্রঃসাঃ ২৪৭.২০+২৮২.৮০)	৭৬৯.০০ (জিওবি+প্রঃসাঃ ৪৫৫.০০+৩১৪.০০)	৭১২.৬২ (জিওবি+প্রঃসাঃ ৩৯৮.৭৯+৩১৩.৮৩)	০১ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	০১ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	০১ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	২৩৯.০০ (৩৪.৪৫%)	২ বছর (৩৩.৩৩%)

*প্রকল্প সাহায্যর উৎস International Fund for Agricultural Development (IFAD)

০৬। অংগভিত্তিক অগ্রগতিঃ পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত।

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্প পরিদর্শন ও PCR পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪,০০০ টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩,৫০৮ টি পরিবারের মধ্যে মোট ১৭,৫৬০ একর কৃষি খাস জমি সফলভাবে বন্দোবস্ত প্রদান সম্পন্ন হয়েছে (বাস্তবায়ন হার ৯৬.৫%)। প্রকল্পের আওতায় আপাত:দৃষ্টিতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই তবে লক্ষ্যমাত্রার বাকী ৪৯২টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৬০০ একর কৃষি খাস জমি দখল সংক্রান্ত সময়িক জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে বন্দোবস্ত প্রদান করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে লক্ষ্যমাত্রার এ অংশটুকু অর্থাৎ ৪৯২ টি পরিবারের মধ্যে খাস জমি বিতরণ সরকারের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় বন্দোবস্ত প্রদান জেলা প্রশাসক নোয়াখালী কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৮। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম:

৮.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ ১৯৮০ সন হতে নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ভূমি উদ্ধার প্রকল্পের (Land Reclimation Project) মাধ্যমে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার ও চর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ দক্ষিণ অঞ্চল, বিশেষত: নোয়াখালী জেলায় চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-১,২,৩ ও ৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪ সন হতে ২০১৮ সন পর্যন্ত প্রাকৃতিকভাবে জেগে উঠা চরে বসতি স্থাপনের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ের আওতায় ১৯৯৪ থেকে ২০১০ মেয়াদে ১৬ বছর সমুদ্র হতে জেগে ওঠা ৩০ হাজার একর ভূমির উন্নয়ন সাধন পূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২ হাজার

নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করে পুর্নবাসন করা হয়েছে। সমুদ্র হতে জেগে ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস ভূমির জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন এবং ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারকে জমি বিতরণের লক্ষ্যে চর ডেভেলাপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ গ্রহণ করত বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসরত গরীব জনগণের ক্ষুধা ও দ্বারিদ্য হ্রাস করা;
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে হতে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া (১৪,০০০ পরিবার তথা Household);
- উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসতি স্থাপন ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা (Climate resilient infrastructure)।

৮.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- নোয়াখালী জেলায় নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চলে ১৪,০০০ টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান;
- বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) টির অন-লাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ।

০৯। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৫৩০.০০ (জিওবি+প্রঃসাঃ ২৪৭.২০+২৮২.৮০) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় যা ৭৬৯.০০ (জিওবি+প্রঃসাঃ ৪৫৫.০০+৩১৪.০০) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ ও ব্যয়বৃদ্ধি অনুমোদন করত: বাস্তবায়ন করা হয়।

১০। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ব্যয়			
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	আর্থিক (%)
২০১১-১২	৫৮.০৮	২৭.৪৩	৩০.৬৫	৭.৫৫%
২০১২-১৩	৫৩.৪৫	২৭.৬০	২৫.৮৫	৬.৯৬%
২০১৩-১৪	৭৯.৩৫	২৭.০৯	৫২.২৬	১০.৩২%
২০১৪-১৫	১৫৬.৮৮	৩৭.৫৪	১১৯.৩৪	২০.৪০%
২০১৫-১৬	১৫০.৫৯	১০৫.০৬	৪৫.৫৩	১৯.৫৮%
২০১৬-১৭	৯২.২৭	৬৯.৭২	২২.৫৫	১২.০০%
২০১৭-১৮	৯৪.৬০	৭৬.৮৪	১৭.৭৬	১২.৩০%
২০১৮-১৯	৮৩.৭৮	৮৩.৭৮	-	১০.৮৯%
মোট =	৭৬৯.০০	৪৫৫.০৬	৩১৩.৯৪	১০০.০০%

১১। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ	
				যোগদানের তারিখ	অব্যহতির তারিখ
০১.	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৫৩৭৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী	-	অতিরিক্ত	০১-০১-২০১১	২৪-১০-২০১৩
০২.	জনাব মোঃ সোহেল ইমাম খান (৬০১৮) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী	-	অতিরিক্ত	২৪-১০-২০১৩	২১-১১-২০১৩
০৩.	জনাব খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান (৫৪৫৬) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী	-	অতিরিক্ত	২১-১১-২০১৩	০১-০৭-২০১৪
০৪.	জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস (৫৭৪৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী	-	অতিরিক্ত	০১-০৭-২০১৪	১১.০৫.২০১৭
০৫.	জনাব মোঃ মাহবুব আলম তালুকদার (৬২৮৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী	-	অতিরিক্ত	১১-০৫-২০১৭	১০.০৮.২০১৮
০৬.	জনাব তন্ময় দাস (৬৫৩৭) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী	-	অতিরিক্ত	১০-০৮-২০১৮	৩১-১২-২০১৮

১২। প্রকল্প পরিদর্শনঃ সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ০৭ জুন ২০১৯ তারিখে জনাব শেখ মোঃ আব্দুর রহমান, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৪ আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়।

১৩। অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১৩.১ **খাস জমি বন্দোবস্তঃ** প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলায় নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চল ১৪,০০০ টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত ১৩,৫০৮ টি পরিবারের মধ্যে মোট ১৭,৫৬০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। বাকী ৪৯২টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৬০০ একর কৃষি খাস জমি সরকারের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নিকট জানা যায়;

১৩.২ **ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নঃ** প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী জেলায় নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চল-এর ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) টির অন-লাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, যা প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নিকট জানা যায়। এর জন্য ১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ছিল। উক্ত ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়েছে;

১৩.৩ **স্ট্যাডি ট্যুার (Study Tour):** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে ৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৫.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল। তম্মধ্যে ১০ জন চীন-এর বেইজিং এবং সাংহাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ- ১) ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজেশন পদ্ধতি ২) ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ৩) দ্রুত বর্ধনশীল শহর হিসাবে ভূমি নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ৪) জমি স্থানান্তর এবং শিরোনাম পদ্ধতি; ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী ইতালি এবং নেদারল্যান্ডস এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, নেদারল্যান্ডে ক্যাডাস্ট্রাল অফিস হতে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিক দিকগুলির সর্ম্পকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ এবং রোম, ইতালির হেডকোয়াটারর্স হতে LAND, GLRD, FAO হতে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এদের মধ্যে ১ জন অর্থাৎ প্রকল্প পরিচালক ইন্দোনেশিয়ার IFAD Regional

workshop on “Rural Transformation though Innovation” যোগদান করেন। অবশিষ্ট ৩ জনকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সরকারি খাস ভূমি বন্দোবস্ত পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বিদেশে প্রশিক্ষণ বাবদ ৯৪.৯৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জিত
নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসরত গরীব জনগণের ক্ষুধা ও দ্বারিদ্য হ্রাস করা।	প্রকল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
উপকূলীয় চরাঞ্চলে জেগে ওঠা ভূমি দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে বন্দোবস্ত দেওয়া।	উপকূলীয় চরাঞ্চলে হতে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে খাস জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।	উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন পরোক্ষভাবে নিশ্চিত হয়েছে।

১৫। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারনঃ প্রযোজ্য নয়।

১৬। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ এ প্রকল্পটি একটি Umbralla প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জেগে ওঠা চরভূমিতে বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সরকারের আরও ৫টি প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে। তবে খাস জমি বিতরণ এ প্রকল্পের মূল কাজ। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকার সম্পূর্ণ জমির মধ্যে কিছু জমি পূর্ব হতেই বিভিন্ন ব্যক্তির নামে বন্দোবস্ত দেয়ার কারণে সম্পূর্ণ জমি এ প্রকল্পের অধীনে বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, জেলা প্রশাসক নোয়াখালী এ প্রকল্পের জন্য সরকারের নিকট জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে পূর্বে বন্দোবস্তকৃত জমি বাদ দিয়ে চরের অবশিষ্ট জমি প্রকল্পে হস্তান্তর করে। কিন্তু ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত সিডিএসপি ১, ২, ৩ প্রকল্পের থিম অনুযায়ী কাজ করতে যেয়ে ব্যক্তির সাথে সরকারের নতুন মামলা মোকাদ্দমার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রকরল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিপিপি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি অনুধাবন/মনোযোগ দিতে পারেননি। এ কারণে নতুন করে মামলার সৃষ্টি হয়েছে, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে অধিকন্তু উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এতে ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিরা সরকারী নিয়ম/বিধিবিধান বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা পেয়েছে।

১৭। প্রকল্পের চিত্র ও বর্ণনাঃ





চিত্র : প্রকল্প এলাকায় ভূমিহীন পরিবারের মাঝে আনুষ্ঠনিকভাবে কৃষি খাস জমির খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানের দৃশ্য (স্থান- নলের চর, হাতিয়া, নোয়াখালী, তারিখ- ৯ মে ২০১৮ খ্রি:)

১৮। পরিদর্শনকালীন আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৮.১ ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ প্রকল্প এলাকার কিছু কিছু দাগে পূর্বেই সরকারের বিদ্যমান আইন/বিধি অনুযায়ী জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল বিধায় ঐ সকল দাগের ঐ পরিমাণ জমি বাদ রেখে অবশিষ্ট নিষ্কন্টক ও বন্দোবস্তযোগ্য জমি প্রকল্পের অনুকূলে জেলা প্রশাসন নোয়াখালী কর্তৃক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু মূল প্রকল্প বাস্তবায়নে এ বিষয়টি সর্তকতার সাথে বিবেচনায় না আনার কারণে ঐ সকল জমিসহই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ফলস্বরুপ যারা পূর্বে বন্দোবস্ত পেয়েছে তারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। বিষয়টি সর্তকতার সাথে খেয়াল করলে এ মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হত না, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হত না অধিকন্তু প্রকল্পের ১০০% লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হত;

১৮.২ ৫টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এর মধ্যে ২টি নিষ্পন্ন হয়েছে এবং ৩টি অনিষ্পন্ন/চলমান;

১৮.৩ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অর্থাৎ পিসিআর-এ যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের (Direct and indirect Impact) বিষয় উল্লেখ আছে তা মূলতঃ প্রকল্পের আউটপুট, উক্ত আউটপুটের অংশটি পরিদর্শনকালে অনুধাবন করা গেছে;

১৮.৪ প্রকল্পটির ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত অংশ অর্জন সফল হয়েছে;

১৮.৫ জমির মালিকানা সরাসরি ভূমিহীন এবং এ অঞ্চলে নির্দিষ্ট জমিতে বসাবসকারীদের অনুকূলে প্রদান করা হয়েছে;

১৮.৬ নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জমির মালিকানা প্রদানে মহিলাদের নাম বন্দোবস্ত দলিলে অর্ন্তভূক্ত এবং সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের ১ নং ক্রমিকে মহিলা (স্ত্রীর নাম) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে;

১৮.৭ PCR এ উল্লেখিত অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি অংশে বাস্তব অগ্রগতি কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি;

১৮.৮ PCR এ প্রকল্পের log frame, financial ও economical analysis বিস্তারিত কোনো তথ্য দেয়া হয়নি;

১৮.৯ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের stakeholder দের জন্য যে সকল সুবিদাধি নিশ্চিত করার বিষয় প্রকল্পে উল্লেখ ছিল সে বিষয়সমূহ নিশ্চিত হয়েছে কিনা সে সর্ম্পকে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক বিস্তারিত তথ্যাদি PCR এ উল্লেখ করা হয়নি;

১৮.১০ প্রকল্প এলাকার দৃশ্যমান স্থানে প্রকল্প'র বিস্তারিত বিবরণসহ সাইনবোর্ড পরিলক্ষিত হয়নি;

১৯। আইএমইডি'র মতামত/ সুপারিশমালাঃ

১৯.১ প্রকল্পটি হতে প্রাপ্ত সুবিধাদির নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation) তথা সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে দেশ ও বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ জনবল নিয়োজিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৩.৩);

১৯.২ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে feasibility study এমনভাবে করতে হবে যাতে করে সকল appraisal (যেমন financial, economic, environmental, social, technical, technological, legal ইত্যাদি) বিবেচনায় আনা হয় এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করা যায় (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৬);

১৯.৩ ভবিষ্যতে গৃহীতব্য এ জাতীয় প্রকল্পের জন্য প্রকল্প পরিচালক ঘনঘন বদলী পরিহার করার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণায়ের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় হতে জারীকৃত পরিপত্র স্মারক নং-২০.৮০৪.০২২.০০.০০.০০৬.২০১০/০৪; তারিখ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১১);

১৯.৪ এই জাতীয় নতুন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে, নির্ধারিত অনুমোদিত ব্যয় ও সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (Project Management)-এর সকল দিক বিবেচনায় আনতে হবে এবং একজন স্থায়ী পূর্নকালীন প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে প্রকল্প'র কার্যকরী সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১১ ও ১৩);

১৯.৫ ভবিষ্যতে একই ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তাবনার পূর্বেই সরকারের বিদ্যমান আইন/বিধি অনুযায়ী যে পরিমাণ জমি চর জেগে উঠার প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে পূর্বেই বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে (অত্যন্ত সর্তকতার সাথে ঐ পরিমাণ জমি সুসম্পষ্টভাবে উল্লেখকরত:) সে সকল পরিমাণ জমি ব্যতিরেকে অবশিষ্ট নিষ্কন্টক ও বন্দোবস্তযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় অহেতুক মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। এতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যহত হয় এবং ব্যয় ও সময় দুটোই বৃদ্ধি পায় (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৩.১ ও ১৬);

১৯.৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের stakeholder দের জন্য যে সকল সুবিদাধি নিশ্চিত করার বিষয় প্রকল্পে উল্লেখ ছিল সে বিষয়সমূহ নিশ্চিত হয়েছে কিনা সে সর্ম্পকে একটি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা যায় (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৮.৩, ১৮.৯ ও PCR এর ৪);

১৯.৭ প্রকল্পে উল্লেখিত log frame, financial ও economical analysis পর্যালোচনা করে এর অর্জন বিষয়ক তুলনামুলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে যা PCR- উল্লেখ করা হয়নি (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৩.১ ও ১৬);

১৯.৮ প্রকল্প এলাকার দৃশ্যমান স্থানে প্রকল্প'র বিস্তারিত বিবরণসহ সাইনবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৮.১০);

১৯.৯ External Audit আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৮.২);

১৯.১০ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশসমুহ প্রতিপালনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (ভূমি মন্ত্রণালয়) কর্তৃক একটি নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation) কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

১৯.১১ উল্লিখিত সুপারিশমালার (১৯.১-১৯.১০) উপর গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০২ মাসের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের প্রকৃত অর্জন	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	(%) বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক) রাজস্ব ব্যয়						
১।	স্টাফ বেতন	২২	১০০%	১৬৩.৩০	৮৭%	১৪২.৮১৯
২।	মহার্ঘ ভাতা	২২	১০০%	৬.৪৪	৯৯%	৬.৪৩
৩।	বাড়ি ভাড়া	২২	১০০%	৭১.০১	৮৪%	৫৯.৯২৭
৪।	উৎসব বোনাস	২২	১০০%	২৬.৩১	৮৭%	২৩.০৩৮
৫।	চিকিৎসা ভাতা	২২	১০০%	১৭.৬৬	৯১%	১৬.২০৬
৬।	চার্জ ভাতা	০৭	১০০%	৩৪.৬১	৮৮%	৩০.৬৪৩
৭।	টিফিন ভাতা	২২	১০০%	৩.৯৫	৫৮%	২.৩২১
৮।	নতুন বছরের ভাতা	২২	১০০%	২.৩৫	৫৮%	১.৩৭৩
৯।	ওয়াশিং ভাতা	২২	১০০%	০.৫৩	৪৬%	০.২৪৫
১০।	অন্যান্য ভাতা	২২	১০০%	৪০.০০	৬৮%	২৭.৩০২
১১।	ভ্রমন ভাতা	২৯	১০০%	৫.২৭	৯৫%	৫.০২১
১২।	ইন্টারনেট কানেকশন	থোক	১০০%	৩.৯২	১০০%	৩.৯১৭
১৩।	পেট্রল ও লুবিকেন্ট্র	থোক	১০০%	৮.৯০	১০০%	৮.৮৮৬
১৪।	প্রিন্টিং	থোক	১০০%	৬.০৩	১০০%	৬.০১৫
১৫।	স্টেশনারি	থোক	১০০%	২০.৪১	৯৯%	২০.৪০৪
১৬।	বিজ্ঞাপন ও	থোক	১০০%	১.২২	৯২%	১.১৩১
১৭।	প্রশিক্ষণ খরচ	থোক	১০০%	১১.৭৫	১০০%	১১.৭৫
১৮।	সেমিনার ওর্য়াকশপ	থোক	১০০%	৭.৫৫	১০০%	৭.৫৫
১৯।	স্ট্যাডি ট্যুার	৩০	১০০%	৯৫.০০	৯৯%	৯৪.৯৩২
২০।	সম্মানী	থোক	১০০%	১০.৩৫	৯৯%	১০.৩৩৭
২১।	ভূমি জরিপ	থোক	১০০%	৮৯.৭৮	৯৯%	৮৯.৭৬৪
২২।	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	থোক	১০০%	৪.৯২	৯৯%	৪.৯১৯
২৩।	অন্যান্য খরচ	থোক	১০০%	১১.৪৯	৯৯%	১১.৪৭১
২৪।	মোটর সাইকেল মেরামত	০৭	১০০%	৬.২৫	৯৯%	৬.২৪৮
২৫।	ফার্ণিচার মেরামত	থোক	১০০%	১.৩৭	৯৮%	১.৩৫১
২৬।	কম্পিউটার মেরামত	থোক	১০০%	৩.৩৮	৯৯%	৩.৩৬৮
	উপমোট রাজস্ব ব্যয়ঃ		**১০০%**	**৩৬৬.১৬**	**৯০.১১%**	**৫৯৭.৩৬৮**
খ) মুলধন ব্যয়ঃ						
২৭।	জীপ	০১	১০০%	৭০.৫১	১০০%	৭০.৫১
২৮।	মোটর সাইকেল	০৪	১০০%	৬.৪৪	১০০%	৬.৪৩
৩০।	বাই- সাইকেল	০২	১০০%	০.১০	১০০%	০.১০
৩১।	কম্পিউটার ও এক্সসরিজ	০৭	১০০%	৭.৪০	১০০%	৭.৪০
৩২।	ভূমি রেকর্ড মেনেজম্যান্ট সিস্টেম	০১	১০০%	১০.০০	১০০%	১০.০০
৩৩।	অফিস জরিপ	থোক	১০০%	১৭.০০	১০০%	১৭.০০
৩৪।	ফার্ণিচার	থোক	১০০%	৩.৮০	১০০%	৩.৮০
	উপমোট মুলধন ব্যয়ঃ		**১০০%**	**১১৫.২৫**	**১০০%**	**১১৫.২৪**
	সর্বমোট		**১০০%**	**৭৬৯.০০**	**৯৫.০৫%**	**৭১২.৬০৮**

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম : ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প

২। প্রকল্পের অবস্থান : ২৭৭/৫/এ, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরণি, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : ভূমি মন্ত্রণালয়

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)
টাকা- ১৪২৮.৪০ জিওবি- ১৪২৮.৪০ নিজস্ব- -	১৪২৮.৪০	১২৮৮.৪৮	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

০৬। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয় :						
১.	প্রিন্টিং স্ট্রাকচালার ডিজাইন এন্ড ড্রয়িং, ডিপিপি, টেন্ডার, প্রিপারেশন অব মডেল ইত্যাদি (কোড-৪৮২৭)	থোক	থোক	৫.০০	১০০%	৫.০০
২.	স্টেশনারী ক্রয় (কোড-৪৮২৮)	থোক	থোক	২.০০	১০০%	২.০০
৩.	বিজ্ঞাপন (কোড-৪৮৩৩)	থোক	থোক	৭.০০	১০০%	৭.০০
৪.	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২.৫০	৬৭.২%	১.৬৮

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(কোড-৪৮২৩)					
৫.	সম্মানী (কোড-৪৮৮৩)	থোক	থোক	৩.০০	১০০%	৩.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব) ব্যয়			১৯.৫০		১৮.৬৮

(খ) মূলধন ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০১৯পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
সম্পদ সংগ্রহ :						
১.	নির্মাণ কাজ (কোড-৭০০০)	সংখ্যা	১টি	১২৮৯.২২	১০০	১১৯১.৭১
২.	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ (কোড-৬৮১৫)	থোক	থোক	২.৫০		২.৫০
৩.	ফার্নিচার (কোড-৬৮২১)	থোক	থোক	৭৫.৬০		৭৫.৫৯
	উপ-মোট ব্যয়			১৩৬৭.৩২		১২৬৯.৮০
নির্মাণ ও পূর্ত কাজ :						
১	প্রাইজ কন্টিজেন্সি			২৭.৭২		-
	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি			১৩.৮৬		-
	উপ-মোট (মুলধন) ব্যয়			৪১.৫৮		-
	সর্বমোট (ক+খ):			১৪২৮.৪০		১২৮৮.৪৮

০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** নেই।

০৮। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৭ সালে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দফায় কর্মসূচির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর। শুরুতে শেরেবাংলানগরস্থ গণভবণে, এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তিতে কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৯০-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচির মেয়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" কে স্থায়ীরূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" ০১-০৬-১৯৯৩ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়ে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামকরণ করা হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় গুচ্ছগ্রাম সিভিআরপি প্রকল্প ভবন, ৩/এ নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫ এ পরিচালিত হয়েছে। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ" প্রকল্প এর অধীনে

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন স্থাপনের নিমিত্ত জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে ১২ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৫তলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর নিজস্ব ভবন, ২৭৭/৫/এ, শহিদ জননী জাহানারা ইমাম সরণি, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ স্থানান্তরিত হয়ে বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা করছে।

০৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ অবকাঠামো ও আবাসন

স্থাপন। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ

১) প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমিটরীর সংখ্যা ও সুবিধা বৃদ্ধি করা।

২। প্রয়োজনীয় কক্ষসহ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া কক্ষ, অডিটরিয়াম ও অন্যান্য দাপ্তরিক কক্ষ নির্মাণ।

৩। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয় করা।

৪। সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চলমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কে একটি আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা।

১০। অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অগ্রগতি	মন্তব্য
২০১৬-১৭	১৪২৮.৪০	এডিপি তে কোন বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি।				
২০১৭-১৮		৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	২৬.২৫%	অ-অবুক্ত ও অব্যয়িত ১২৫.০০ লক্ষ টাকা অর্থ বিভাগে সমর্পণ করা হয়।
২০১৮-১৯		১০৫৩.০০ (২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত ১২৫ লক্ষ টাকা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপিতে পুনঃবরাদ্দ রাখা হয়েছে)	১০৫৩.০০	৯১৩.৪৮	৭৩.৭৫%	এ অর্থবছরে অব্যয়িত ১৩৯.৫২ লক্ষ টাকা অর্থ বিভাগে সমর্পণ করা হয়েছে।
মোটঃ	১৪২৮.৪০			১২৮৮.৪৮		-

১১। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ**

প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটির মূল ডিপিপি ১৪/০২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪২৮.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০০% অর্থাৎ ১৪২৮.৪০ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি না করে আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প এর ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সংশোধিত মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্বকাল
জনাব মোহাম্মদ শাহেদ সবুর পরিচালক (যুগ্মসচিব) পরিচিতি নং-৪৭৬২	অতিরিক্ত	০১/০৭/২০১৬	০১/০৭/২০১৬ থেকে ১২/০৩/২০১৮ পর্যন্ত
জনাব মোঃআব্দুল হাই পরিচালক (যুগ্মসচিব) পরিচিতি নং-৪৫২৫	অতিরিক্ত	১১/০৩/২০১৮	১২/০৩/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত

১৩। **ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনাঃ**

(ক) পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ করে সকল ক্রয় প্রক্রিয়া OTM এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় মর্মে প্রকল্প পরিচালক দাবী করে। নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পে মোট ১৩ টি প্যাকেজ ছিল। এরমধ্যে আগে রেজিস্ট্রেশন ছিল না বিধায় Off-line এ ১১ টি প্যাকেজ OTM এর মাধ্যমে করা হয়। পরবর্তী ০২টি টেন্ডার ই-জিপি এর মাধ্যমে করা হয়েছে। নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, পিপিআর ২০০৮ এর তফসিল-৩ অংশ ক [বিধি-৮(১৪)] লঙ্ঘিত হয়েছে। TEC কমিটির সুপারিশ ছিল CPTU এর মতামত নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক HOPE) এর অনুমতি না নিয়েই কার্যাদেশ প্রদান করেছেন।

(খ) সম্পাদিত প্যাকেজের বর্ণনাঃ

ক্র: নং	প্যাকেজ নং	স্থান	কাজের পরিমান (মিটার)	**সম্পাদিত কাজের পরিমান (মিটার)**	দরপ আহবানের তারিখ ও প্যাক্কলিত মূল্য(লে	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
							চুক্তি আনুযায়ী	প্রকৃত	
কার্য-০১	৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ(কোড-৭০০০)	গণপূর্ত অধিদপ্তর	৩১০৩.১৬ বর্গমিটার	৩১০৩.১৬ বর্গমিটার	২৬.০৭.২০১৭ ৯৮২.১০ লক্ষ (ই-জিপিতে ক্রয় পক্রিয়া সম্পাদিত হয়।)	২৬.১০.২০১৭ ৯৬৮.৪৬ লক্ষ	৩০.০৬.২০১৮	৩০.০৬.২০২১	অর্থ বরাদ্দ ব|তিত ০১/০৭/১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি হয়।
পণ্য-০১	ফার্নিচার (কোড-৬৮২১)	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ	আসবাবপত্র (থোক)	আসবাবপত্র (থোক	ডিপিএম পদ্ধতিতে বিএফআইডিসি, মিরপুর। ৭৫.৫৯ লক্ষ টাকা।				

ক্র: নং	প্যাকেজ নং	স্থান	কাজের পরিমান (মিটার)	**সম্পাদিত কাজের পরিমান (মিটার)**	দরপ আহবানের তারিখ ও প্যাক্কলিত মূল্য(লে	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
							চুক্তি আনুযায়ী	প্রকৃত	
		কেন্দ্র							
পণ্য -০২	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ (কোড-৬৮১৫)	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ। ৪টি	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ। ৪টি	RFQ পদ্ধতিতে ২.৫০ লক্ষ টাকা।				

পরিদর্শন এবং ডিপিডি'র পাঠানো তথ্য)।

১৪। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: অর্জিত হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
১। প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমিরীর সংখ্যা ও সুবিধা বৃদ্ধি করা। ২। প্রয়োজনীয় কক্ষসহ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া কক্ষ, অডিটরিয়াম ও অন্যান্য দাপ্তরিক কক্ষ নির্মাণ। ৩।সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চলমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কে একটি আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা।	অর্জন ১০০% ভাগ

১৬। **অডিটঃ** প্রকল্পটির অডিট সম্পাদিত হয়েছে । প্রকল্পের বিপরীতে অভ্যন্তরীন ও Entity Wide Audit কর্তৃক কোন প্রকার অডিট আপত্তি নেই মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

সাল (অর্থ বছর)	আপত্তির ধরন	নিষ্পত্তি/ জবাব
২০১৯-২০	আপত্তি নেই	
২০১৯-২০	আপত্তি নেই।	

১৮। <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

প্রকল্পের কার্যক্রম বিগত ২৬ - ২৭ জুন,২০২১ তারিখ আইএমইডি'র পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল হাই ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৯। **<u>প্রকল্প পর্যবেক্ষণঃ</u>**

১৯.১ প্রকল্পটি বিগত ১৪.০২.২০১৭ তারিখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১৪২৮.৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয় জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন করে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ (এক) বছর সময় বৃদ্ধি করে সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয় জুন,২০১৯। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ১ (এক)বছর বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে। প্রকল্পের কোন ধরনের Cost-over run হয়নি তবে Time over run হয়েছে ৫০%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২৮৮.৪৮ লক্ষ (৯০.২০%) টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৯% (প্রায়)। প্রকল্পটির মূল কাজ ছিল ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা থেকে ১২ তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ। এ কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে ৯৬৮.৪৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি করা হয় । ঠিকাদারী প্রতিষ্টানের অনুকূলে ৯৪২.০০ লক্ষ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। কিছু রুমের ইন্টারনাল ডিজাইনে পরিবর্তন আনাতে বিল কম এসেছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন। তবে ডিপিপি'র নির্দেশনা মোতাবেক ভৌত কাজ (নির্মাণ) ৩১০৩.১৬ বর্গমিটার করা হয়। যাহা পরিমাপ করে সঠিক পাওয়া যায়।

১৯.২ সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে Compound Drain (ডিপিপি প্রাক্কলন ২.৬২ লক্ষ টাকা) এর কাজ করা হয়নি। দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলী জানান যে, এ কম্পোনেন্টের প্রয়োজন পড়েনি বিধায় করা হয়নি। ভৌত কাজের প্যাকেজ নং WD1 বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দরজাগুলো সেগুন কাঠের তবে ১২তম তলার ১২০২ নম্বর রুমের দরজার কাঠ , ১২০৭ নং রুমের দরজার কাঠ,১২০৪ নম্বর রুমের দরজার কাঠ, ১১তম তলার ১১০৭ নং রুমের দরজার কাঠ ফেটে গেছে। এই সকল রুমের কাঠগুলো পূনঃমেরামত প্রয়োজন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে Replace করা প্রয়োজন।

১৯.৩ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পোনেন্টের কাজঃ এই কাজের জন্য ঠিকাদারকে ২২৮.৯৮ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হলে ও ঠিকাদারের অনুকুলে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় ২২৬.৯৩ লক্ষ টাকা। তবে অব্যয়িত টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর সমর্পণ করা হয়েছে। এ কাজের প্রায় সবগুলো ডিপিপি মোতাবেক করা হয়েছে। এয়ারকুলার ডিপিপি'তে বলা ছিল ৩০ টন তবে এসির সংখ্যা বলাছিল না। সরেজমিনে পরিদর্শনকরে ১৬টি এসি পাওয়া গেছে যাদের ক্ষমতা ৪৫ টন। তাছাড়া লাইব্রেরী রুমে ০৭ টি De-humidifier এর মধ্যে ০১ টি নস্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে।

১৯.৪ কাঠের আসবাবপত্র ও বাসনকোসনঃ

বেশীরভাগ কাঠের ফার্নিচার সরকারী প্রতিষ্ঠান BFDC থেকে ক্রয় করা হয়েছে। ফার্নিচারগুলো পরিদর্শনে গুণগতমান ভাল দেখা গেছে। এতে একদিকে যেমন সরকারী অর্থের সাশ্রয় হয়েছে অন্যদিকে Quality নিশ্চিত হয়েছে। এটি প্রকল্পের একটি ভাল দিক।

১৯.৫ ভবনের ওভারহেট ট্যাংকিঃ আর্কিট্রাকচারাল ডিজাইনে ভবনের ছাদে প্লাস্টিকের ট্যাংকি দেয়া হয়েছে। ডিপিপি'তে এ ব্যাপারে কিছু বলা নেই। ভবনটির ফাউন্ডশন ১২ তলা পর্যন্ত। আর ভবনটি সম্প্রসারণ করা হবে না। পানির জন্য ওভারহেড ট্যাংকি না দিয়ে ছাদে প্লাস্টিকের ট্যাংকি দেয়া কতটুকু যৌক্তিক তাহা ভেবে দেখা দরকার। একটি ভবন নির্মাণ করা হয় শত বৎসর আয়ুস্কাল হিসাব করে। ১০-১২ বৎসর পর প্লাস্টিকের ট্যাংকি পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য বাড়তি খরচ। তাছাড়া গরমের সময় অত্যধিক তাপমাত্রায় প্লাস্টিক রিজার্ভারের পানি মাত্রাতিরিক্ত উত্তাপের কারণে ব্যবহারে সমস্যা হয়। ভবনের পানি ঠান্ডা রাখতে ওভারহেড রিজার্ভার রাখা যৌক্তিক ছিল।

২০. সুপারিশসমূহঃ

২০.১ প্রকল্পের কোন ধরনের Cost-overrun হয়নি তবে Time overrun ৫০% হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১২৮৮.৪৮ লক্ষ (৯০.২০%) টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৯% (প্রায়)। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ঘনঘন মনিটরিং এবং বেশীরভাগ কাঠের ফার্নিচার সরকারী প্রতিষ্ঠান BFDC থেকে ক্রয় করার কারণে আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে। এটিপ্রকল্পেরভালদিকবটে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে তবে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে যাতে Time over run না হয় এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে (অনুঃ ১৯.১ এবং ১৯.৪);

২০.২ Compound Drain কম্পোনেন্টের (ডিপিপি প্রাক্কলন ২.৬২ লক্ষ টাকা) এর কাজ করা হয়নি। ভৌত কাজের প্যাকেজ নং WD1 (ভৌত কাজ) বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত দরজাগুলো সেগুন কাঠের তবে ১২তম তলার ১২০২ নম্বর রুমের দরজার কাঠ , ১২০৭ নং রুমের দরজার কাঠ, ১২০৪ নম্বর রুমের দরজার কাঠ , ১১তম তলার ১১০৭ নং রুমের দরজার কাঠ স্থানে স্থানে ফেটে গেছে। এই সকল রুমের দরজার কাঠগুলো ঠিকাদার দ্বারা পূনঃ মেরামত মেরামত করে নিতে হবে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে Replace করে নিতে হবে (অনুঃ ১৯.২);

২০.৩ লাইব্রেরীতে স্থাপিত ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পোনেন্টের কাজের ০৭ টি De-humidifier এর মধ্যে ০১ টি অকেজো অবস্থায় পাওয়া গেছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেটি মেরামত করে নিতে হবে (অনুঃ ১৯.৩);

২০.৪ আর্কিট্রাকচারাল ডিজাইনে ভবনের ছাদে প্লাস্টিকের ট্যাংকির সংস্থান দেখানো ছিল। সে অনুযায়ী প্লাষ্টিক ট্যাংকি দেয়া হয়েছে। ১০-১২ বৎসর পর প্লাস্টিকের ট্যাংকি পরিবর্তন করতে হবে এতেকরে প্রতিষ্ঠানকে বাড়তি খরচ যোগান দিতে হবে। তাছাড়া গরমের সময় অত্যধিক তাপমাত্রায় প্লাস্টিক রিজার্ভারের পানি মাত্রাতিরিক্ত গরম এবং ঠান্ডার সময় অত্যধিক ঠান্ডা হবার কারণে ব্যবহারে সমস্যা হয়। একটি ভবন নির্মাণ করা হয় কমপক্ষে শতবৎসর আয়ুস্কাল হিসাব করে ।ভবনের পানি ঠান্ডা রাখতে ওভারহেড রিজার্ভার রাখা যৌক্তিক ছিল। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থাকে প্লাস্টিক ট্যাংক স্থাপনের পরিবর্তে ওভারহেড ট্যাংক স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে (অনুঃ ১৯.৫);

২১. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থিরচিত্রঃ



প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে।



ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কম্পোনেন্টের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে ডিপিপি'র সাথে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।



ভবনের স্থাপিতLightening Arrestor যা প্রকল্পের টাকায় স্থাপিত



ভবনে প্লাস্টিক পানির ট্যাংকির ওয়াটার রিজর্ভার



প্রকল্পের টাকায় স্থাপিত ৮০০ কেভিএ ও আন্ডারগ্রাউন্ড ১১ কেভি পাওয়ার লাইন।



ভবনের ছাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গজ ফিতা দ্বারা পরিমাপ করে ডিপিপির সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে।



